হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 5, Issue No. 2, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, December 2015

"আফ্রিকা মহাদেশে এখন মাত্র দুইটি ধর্ম প্রচারিত হইতেছে—খ্রীষ্টীয় ও ইসলাম। সেখানে হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হইবে না কেন? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন যে হিন্দুধর্মকে aggressive হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই ভাব প্রচার করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।..... ভারতবর্ষকে World Power হইতে হইলে হিন্দু ধর্ম প্রচারের ফলে অনেক সুবিধা হইবে।"—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপনীয়তা ভঙ্গ

দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন

নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনের নকসা কলকাতার গার্ডেনরিচ থেকে পাকিস্তানে পাচার

দায়ী কে?

পশ্চিমবঙ্গের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি ও ভন্ড ধর্মনিরপেক্ষতা

বৈধ পাসপোর্ট নিয়েই পাক্ গুপ্তচর মহম্মদ ইজাজ দুবার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের (G.R.S.E.) ভিতরে ঢুকেছিল। মোবাইলে তুলেছিল ভিডিও। প্রতিটি ভিডিও অন্তত কুড়ি মিনিটের। তারপর সেই ভিডিও পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আই এসআই-র নির্দিষ্ট এজেন্টের কাছে। চরচক্রে তদন্তে নেমে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা। জিআরএসই-র অন্দরে এই চরচক্রের অবাধ গতিবিধির সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ্যে আসছে। যার সুবাদে আইএসআই এজেন্টরা জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ছবি পাকিস্তানে পাচার করতে পেরেছে বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ।

এই মুহূর্তে সাধারণ মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজের সঙ্গে ভারতীয় নৌ-সেনা ও কোষ্টগার্ডের ২৪ টি রণতরীর কাজ গর্ডেনরিচে হচ্ছে বা হবে। তার মধ্যে চারটি সাবমেরিনঘাতী যুদ্ধজাহাজের কাজ গত ৪-৫ বছর ধরে হচ্ছে। এর মধ্যে একটি শক্তিশালী সাবমেরিনঘাতী জাহাজ 'কাডমাট'। পেটের ভেতর মজুত সারি সারি টর্পেডো। অতন্দ্র নজর দিগন্ত বিস্তৃত দরিয়ায়। জলের তলা দিয়ে শত্রুপক্ষের কোনও ডুবোজাহাজ যদি চুপিসারে এগিয়ে আসে, তার নজর এড়াতে পারবে না। টর্পেডো দেগে নিমেষে সে গুড়িয়ে দেবে দুশমনকে। ভারতীয় নৌ-সেনার ভাণ্ডারে সাম্প্রতিকতম সংযোজন এই বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজটি তৈরি হয়েছে গার্ডেনরিচ জাহাজ কারখানায়। সেটি জলে ভেসেছে কয়েকদিন আগে। ঘটনাচক্রে তার কয়েকদিন পরেই ২৯ শে নভেম্বর পুলিশের জালে ধরা পড়েছে পাক গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত আসফাক-ইরশাদ জাহাঙ্গির। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এদের মাধ্যমেই সেই যুদ্ধ জাহাজের ছবি ও নকশা পাচার হয়েছে। এছাড়া কামার্তো, নির্মীয়মান কিলতান ও কাভারাত্তি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ জাহাজের ছবি ও নকশাও যে পাচার তালিকায় ছিলনা, সেকথা নিশ্চিতভাবে গোয়েন্দারা বলতে পারছে না। সেগুলোর নকশা, ছবি বা তথ্য চরেদের হাতে গেলে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে নিঃসন্দেহে বড় বিপদ, মন্তব্য এক প্রতিরক্ষা আধিকারিকের।

জানা যাচ্ছে, বেশ কিছু নতুন প্রকল্প গার্ডেনরিচে নিয়েছিল নৌবাহিনী। তার মধ্যে শত্রুর ডুবোজাহাজ

ইরশাদ আনসারি | মহম্মদ জাহাঙ্গির | আসকাফ আনসারি

নিকেশ করার জন্য (অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার) কাডমাটের মতো আরও দুটো বিশেষ যুদ্ধজাহাজ গার্ডেনরিচে তৈরি হচ্ছে। সঙ্গে আটটি বিশেষ ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট ইউটিলিটি শিপ বা বড় মাপের যুদ্ধজাহাজ। যাতে চাপিয়ে ছোট মাপের ভেসেল বা সেনাবহরকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। আবার এখানেই বানানো হচ্ছে চারটে অতি দ্রুতগামী অতিকায় জলযান-ওয়াটার জেড ফাস্ট অ্যাটাক শিপ। নৌবাহিনীর কাছে এরও ভূমিকা অপরিসীম। অর্থাৎ মোট ১৫ টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফৌজি জলযান। আগামী ক'বছরের মধ্যে গার্ডেনরিচ কারখানায় তাদের কলেবর ধারণ করার কথা। কিন্তু সেগুলোর নকশা চরদের হাত ঘুরে ইতিমধ্যে আইএসআই-এর ডেরায় পৌঁছে গিয়েছে কিনা, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে নয়াদিল্লীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। বস্তুত রণতরীর আঁতুরঘরে বিদেশী চরের আনাগোনার খবর জিআরএসই-র বিশ্বাসযোগ্যতায় জোর ঘা দিয়েছে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্তারা।

এছাড়াও এই জাহাজ তৈরির কারখানা বেশ কিছু বিদেশের যুদ্ধজাহাজ তৈরির বরাতও পেয়েছে। জি.আর.এস.ই.-তে নিরাপত্তার এই ভয়ঙ্কর ত্রুটি ধরা পড়ার পর সেই বিদেশী বরাতগুলিও বাতিল হয়ে যেতে পারে। ফলে দেশ এক বিরাট আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হবে। এবং ভবিষ্যতে বিদেশী অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু কীভাবে পাক্-নাগরিক ইজাজ গার্ডেনরিচের ভিতরে ঢুকে ছবি তুলল? গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, তাকে জিআরএসই-র বৈধ গেটপাস জোগাড় করে দেয় ইরশাদ আনসারি। জিআরএসই-র ড্রাই ডকে তখন ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ 'কাডমাট' তৈরি হচ্ছিল। ইজাজ পরপর দুদিন ড্রাই ডকে ঢুকে 'কাডমাট' নির্মাণের ভিডিও ফুটেজ তোলে। গোয়েন্দারা জানিয়েছে জিআরএসই-র ভিতর সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেখানে ইরশাদের মতো একজন ঠিকা শ্রমিক কী করে ইজাজের জন্য গেটপাস জোগাড় করল সেটাই বড় প্রশ্ন। কেবল ভেতরে ঢোকা নয়, সে ভিডিও তুললো কী করে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোয়েন্দাদের একাংশ জানাচ্ছে ইজাজের আশ্রয়দাতা ইরশাদ আনসারির ব্যাপক রাজনৈতিক যোগ আছে। বন্দর এলাকার তৃণমূলের শ্রমিক নেতা শামিম আনসারির ছত্রছায়ায় সে আছে। এই শামিম আনসারি এর আগে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই.এন.টি.ইউ.সি.-র নেতা ছিল। বর্তমানে সে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা। তারই কৃপাধন্য হওয়ায় সামান্য ঠিকা শ্রমিক হয়েও ইরশাদ যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারত। এমন কি জিআর-এসই-র কম্পিউটার থেকে সরাসরি মেমারি চিপে তুলে নিয়ে আসত বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজের নকশা। তারপর সেইসব নকশা বাংলাদেশে গিয়ে এজেন্টদের হাতে তুলে দিয়ে আসত ইরশাদের পুত্র আসফাক। এই গুপ্তচর চক্রের সঙ্গে বেশ কিছু অফিসারের যোগ আছে বলে গোয়েন্দা মনে করেছেন। অন্তত সাতজন বিভাগীয় প্রধানের উপর তাদের নজর আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।

গত ১৫ নভেম্বর কলকাতার কলিন স্ট্রীট থেকে গ্রেফতার করা হয় আখতার হোসেন ও জাফর হোসেন নামে দুই ভাইকে। তারা প্রত্যেকে কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানে কাটিয়েছে। তাদেরকে জেরা করে উত্তরপ্রদেশের মীরাট থেকে পাকিস্তানের নাগরিক মহম্মদ ইজাজকে গ্রেফতার করা হয়। আর ইজাজের সূত্রেই গোয়েন্দা পুলিশ একবালপুরের সুধীর বোস রোড থেকে ইরশাদ আনসারি, আসফাক আনসারি ও মহম্মদ জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করে। ইরশাদদের কাছ থেকে পাঁচলক্ষ টাকা জালনোটও উদ্ধার হয়েছে। ডিসি (এসটিএফ) অখিলেশ চতুর্বেদী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'প্রায় ১০ বছর ধরে আইএসআই-এর চর হিসাবে ইরশাদ কাজ করছিল।' কলকাতার কড়েয়া থানা অঞ্চল থেকে পুলিশ আর এক পাকিস্তানি এজেন্ট শেখ বাদলকে গ্রেফতার করে। শেখ বাদলের কাজ ছিল ইরশাদদের মতো আইএসআই চরদের নকল পাশপোর্ট করে দেওয়া।

পাক গুপ্তচর ইরশাদদের দেশবিরোধী কাজে হাতেখড়ি হয়েছে অনেক আগে, বামফ্রন্ট আমলে কলিমুদ্দিন সামসের সময়। এই বামফ্রন্ট নেতার আমলে গার্ডেনরিচসহ সমস্ত ডক অঞ্চল দুষ্কৃতিদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়। এদের অনেকেই দেশদ্রোহী কাজে, পাকিস্তানের চরবৃত্তিতে লিপ্ত, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইরশাদ আনসারি। যদিও বর্তমানে সে শাসকদলের ছত্রছায়ায় আছে। গোয়েন্দাদের অনুমান এমন অনেক পাক গুপ্তচর আছে।

দেশের নিরাপত্তার চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে দেখেও সহজ সত্য কথাটা অনেকেই মুখে স্বীকার করতে চান না যে এই এলাকাগুলি সবই সংখ্যালঘু বা মুসলিম অধ্যুষিত। কলকাতার খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, কড়েয়া ইত্যাদি জায়গাগুলিতে ভারতের আইন ও রাজ্যের প্রশাসন চলে না তা সবাই জানে। তাই ঐ এলাকাগুলিকে বেছে নিয়ে পাক গুপ্তচর এজেন্সিগুলি সোনা ফলায়। সেইজন্য ভারতের যে কোনও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংস্থার অবস্থান যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে হওয়া খুবই বিপজ্জনক সেকথা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই ঘটনা। তাই ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য দায়ী আমাদের দেশের এই অদ্ভুত বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামী।

আমাদের কথা

সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে বিশ্বজুড়ে একমেরুকরণ ঃ ভারতের অবস্থান কী হবে?

'সিটি অব কালারস্'-শিল্পের শহর, সংস্কৃতির শহর প্যারিস আইসিস জঙ্গী হানায় রক্তাক্ত হল। রক্তের স্রোত বয়ে গেল শহরটার বুকে। আতঙ্ক গ্রাস করলো সাধারণ মানুষকে। জনৈক ফরাসী যুবতীর কথায়, 'উফ্, এত রক্ত! নিথর মানুষগুলোর মধ্যে ওকে খুঁজছিলাম আমি। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, এর মধ্যে যেন ও-না থাকে। এই ভয়ংকর রাতটা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।' কি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা! অথচ ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এই সন্ত্রাসবাদ বা 'টেররিজম' শব্দটির সৃষ্টি কিন্তু ফরাসীদের হাতেই। আজ আইসিস জঙ্গীদের শিকার ফরাসী সমাজ।

এই আইসিস কারা? কিভাবে ও কারা এই সন্ত্রাসবাদী দলকে অপারেট করে? এ ব্যাপারে ফ্রান্সের মতো বিশ্বের বেশিরভাই দেশই অন্ধকারে। এফবিআই (আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা), রাশিয়া এবং মোসাদ (ইজরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা)-এর কাছে আইসিস সম্পর্কিত তথ্য মজুত আছে। যেমন আছে চীনের কাছেও। ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ার আক্রমণ করে গুঁড়িয়ে দেয় লাদেনের আল-কায়েদা। এরপর আমেরিকা লাদেন তথা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এই জঙ্গী সংগঠন বিপদে পড়ে যায়। মার্কিন চাপে তাদের সমস্ত ফান্ড বন্ধ হয়ে যায়। আর তখনই বিকল্প একটি পথ খুঁজতে থাকে তারা। ২০০৪ সালে লাদেন তার বিশ্বস্ত জারাফুইদিকে দিয়ে একটি দল গঠন করে, যেটা অপারেট করা হচ্ছিল মেসোপটেমিয়া থেকে। সাংকেতিক নাম আলকায়দা ইরাক। মার্কিন হানায় লাদেনের মৃত্যু হলে সংগঠনটির পুরো দায়িত্ব নেয় লাদেনের বিরুদ্ধপন্থী আবু বখর আল বাগদাদি। পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিতে জন্ম হয় সন্ত্রাসবাদের নয়া বিষবৃক্ষ-আইসিস। আল কায়দার হাড়হিম করা উন্নত সংকরণ। ঠান্ডা মাথায় পণবন্দিদের গলা কেটে তার ভিডিও করে স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচার করার মতো নৃশংসতা লাদেনের আল-কায়দাও দেখাতে পারেনি। সমস্ত বিধর্মীকে হত্যা করে বিশ্বকে ইসলামিক স্টেট-এ পরিণত করার পৈশাচিক স্বপ্নে মত্ত এই নতুন জেহাদি উগ্রপন্থী সংগঠন আইসিস।

দেরিতে হলেও ঘুম ভেঙেছে পশ্চিমী দুনিয়ার। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, নরওয়ে সকলেই এখন এই নতুন জঙ্গীদের শিকার। ভারত দীর্ঘদিন ধরে ইউএনও-তে জঙ্গী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বললেও টনক নড়েনি পশ্চিমী দুনিয়ার। এবার নিজের ঘরে সাপ ঢোকার পর হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে তার জ্বালা। তাই সন্ত্রাস প্রশ্নে সারা বিশ্ব আজ এক মেরুতে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসকে খতম করতে সবাই বদ্ধপরিকর। এ জন্য শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালাতেও পিছপা হবেনা বলে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো জানিয়েছে।

১৩-ই নভেম্বর প্যারিসের হামলার ধরণ দেখে অনেকের মনেই ফিরে আসছে সাতবছর আগের মুম্বইয়ের সেই আতঙ্কের স্মৃতি। সেদিন ইসলামিক জঙ্গীরা ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাসসহ তাজ হোটেল, নরিম্যান হাউস ও মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়েছিল। ঠিক সেইরকম ভাবে ফ্রান্সে জঙ্গীরা প্রথমে স্টেট দ্য ফ্রঁসে স্টেডিয়ামের বাইরে হামলা চালায়। এরপর একে একে বাতাক্লু কনসার্ট হল সহ বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণ ও হামলা চালায় জঙ্গীরা এবং কেড়ে নেয় ১২৯টি তাজা প্রাণ।

ফ্রান্স যেমন জঙ্গী হানার যোগ্য জবাব দিয়েছে, ভারত কিন্তু সেদিন কোন জবাব দিতে পারেনি। ভারতের মাটিতে বারবার জঙ্গী হানা হলেও ভারত কোনদিন প্রতি আক্রমণের পথে হাঁটেনি। কিন্তু কেন? উত্তরটাও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সমস্ত জঙ্গী সংগঠনগুলি ইসলামপন্থী, আর তারা সন্ত্রাসবাদ বা জেহাদকে ধর্মীয় কাজ বলে মনে করে। ভারতে বিপুল সংখ্যক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে তাদের ভাবাবেগকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের নাগরিকদের প্রাণের থেকেও বেশি, দেশের নিরাপত্তার থেকেও বেশি। সবকটা রাজনৈতিকদলের একই চরিত্র। তাই সন্ত্রাসবাদী হানায় দেশের মানচিত্র রক্তাক্ত হলেও ভারতের হাত ওঠেনি, ভবিষ্যতেও উঠবে কিনা তা ভবিষ্যৎ-ই বলবে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া অল্যাঁদ বলেছেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা নির্দয়ভাবে যুদ্ধ শুরু করতে চলেছি। এই ধরণের জঘন্য কাজ করার পর সন্ত্রাসবাদীরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনা'। ফ্রান্স ইতিমধ্যেই পশ্চিমী (খ্রীস্টান) রাষ্ট্রগুলিকে এই যুদ্ধে পাশে পেয়েছে। তবে কি নতুন করে ধর্মযুদ্ধ আসন্ন? ১০৯৫-১২৯১ পর্যন্ত পবিত্র জমি দখল নিয়ে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রুশেড (ধর্মযুদ্ধ) চলেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিহাসের পুনঃরাবৃত্তিই কি হতে চলেছে? আর ধর্মযুদ্ধ যদি সত্যি শুরু হয়, তার আঁচ কিন্তু ভারতের উপর এসে লাগবেই। দেশের মুসলিমদের সম্বন্ধে ভারতের ঘোষিত নীতি প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াবে। ভারতের মুসলিমদেরকেও এই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে যে তাদের কাছে দেশ আগে না ধর্ম আগে? তখন মুসলিম সমাজের আচরণের উপরই নির্ভর করবে দেশ আর একবার বিভাজনের সম্মুখীন হবে কিনা? যদি সেই পরিস্থিতি আবার উদয় হয়, তখন হিন্দুদের আচরণের উপর নির্ভর করবে-দেশের আরও একবার বিভাজন না গৃহযুদ্ধ? ইতিহাস বলছে- ইসলামিক আগ্রাসনের সামনে পড়ে আমাদের রাজারা যুদ্ধ করেছেন, দেশের সীমানা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কখনও পেরেছেন, কখনও পারেননি। এখন কিন্তু আর রাজা নেই। এখন প্রজাতন্ত্র। তাই প্রজাদেরকেই ঠিক করতে হবে কী করণীয়। প্রতিটি ভারতবাসীর মনে রাখা দরকার, দেশের থেকে সেদিন যেন রাজনীতি বড় হয়ে না যায়।

কোচবিহারে তিন জায়গায় উড়ল পাকিস্তানের পতাকা

অসম-বাংলা সীমান্ত লাগোয়া কোচবিহারের বক্সিরহাটে পাকিস্তানের পতাকা তোলা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি এলাকার বাসিন্দাদের নজরে আসে গত ৯ই নভেম্বর সকালে। ঐদিন সকালে বক্সিরহাট কলেজ, বক্সিরহাট অঞ্চল অফিস ও বক্সিরহাট হাইস্কুলের সামনে পাকিস্তানের পতাকা নজরে আসে এলাকার মানুষদের। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে সরিয়ে দেয় এবং পতাকাগুলি খুলে নিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারেই এই কাজ করা হয়েছে পুলিশের অনুমান। পতাকাগুলি বর্তমানে বক্সিরহাট থানায় রাখা হয়েছে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত বলেন, ''কে বা কারা এই পতাকাগুলি লাগিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।'' স্থানীয় বাসিন্দারা দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানায় ও তাদের কঠোর শাস্তির দাবী করে।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

হিন্দু সংহতির বিজয়া সম্মেলন হল কলকাতায়

গত ৪ই নভেম্বর কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরীতেহিন্দু সংহতির বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ২৫০ জন সংহতি কর্মী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মহিলাদের উপস্থিতি ভাল ছিল। সংহতি সভাপতি শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত সকল কর্মীদের। এছাড়াও তিনি সংহতি কর্মীদের দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা জানান এবং বিজয়া ও দীপাবলির তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''দীপাবলি হল রামচন্দ্রের ঘরে ফেরার উৎসব। এই উৎসবকে উপলক্ষ করে বাঙালী হিন্দুকে ঘরে ফেরার সংকল্প করতে হবে। এই সংকল্প আমাদেরকে আমাদের পরিবারে ছোটদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। একসঙ্গে সংকল্প নিতে হবে - আমরা আবার আমাদের পূর্বপুরুষের হারানো মাটিতে ফিরে যাবো। ভারতমাতার হারানো সীমানা উদ্ধার করবো, আবার অখন্ড ভারত নির্মাণ করবো।'' এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুনীল মুন্সী, সমীরণ রায়, মলয় ব্যানার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে সকল সংহতি কর্মীদেরকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

''নন্দীগ্রামে হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ''

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার মির্জাচক গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। মির্জাপুর মহাপ্রভু সেবাশ্রম-কর্তৃক মন্দিরটি পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে সকাল-সন্ধ্যায় ঠাকুরের নিত্য পুজোয় শাঁখ-কাঁসর বাজানো হয়। মন্দিরের মাইক থেকে হরিসংকীর্তন ও ভজন হয়। সম্প্রতি মন্দির সংলগ্ন বসবাসকারী প্রায় ১০০ হিন্দু পরিবারের মধ্যে এক মুসলিম জমি কিনে বাড়ি করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাড়ির মহিলারা রাধা-কৃষ্ণের নিত্য পুজোয় বাধা দিতে থাকে। তাদের বক্তব্য পুজোর সময় শাঁখ-কাঁসর-ঘন্টা বাজানো চলবে না। এই নিয়ে প্রায়ই ঐ পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মন্দির কমিটির সদস্যদের ঝগড়া হয়।

গত ২৯ শে নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যারতির সময় ঐ মুসলিম পরিবারের মহিলারা এসে ঝামেলা করে। মন্দির কমিটির লোকেরা তাদের কথায় কর্ণপাত না করলে আশপাশের থেকে বহু মুসলিমকে ডেকে নিয়ে এসে তারা জোর করে পুজো ও মাইক বন্ধ করে দেয়। এরপর মাইক বাজালে মাইক ভেঙে দেওয়া এবং মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী করার হুমকি দিয়ে যায়। পরের দিন কমিটির সদস্য শোভন বেরা সমস্ত শোনার পর মাইক বাজাতে বলে। মাইক বাজাতে শুরু করলে মুসলমানরা দল বেঁধে এসে মাইক বাজানো বন্ধ করে দেয়। আশ্রমের লোকজনদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং মন্দিরের পুরোহিত নদিয়াদাস অধিকারীকে ধাক্কা দেয়। হিন্দুরাও প্রতিবাদ করলে অঞ্চলের ব্লক সভাপতি আবুতাহের ও নন্দীগ্রাম থানার ওসি কাশীনাথ চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে আসেন। আবু তাহেরের বক্তব্য ছিল, 'মন্দিরে মাইক বাজাতে হবে এটা তোদের ধর্মে কোথায় লেখা আছে'? কিন্তু ওসি কাশীনাথ চক্রবর্তী মাইক গাছ থেকে খুলে মন্দিরে বাঁধার ও আস্তে বাজাবার নির্দেশ দিয়ে যান। সেইমতো মাইক মন্দিরে বাঁধা হয়। নিয়ম করে দিনে তিনবার হরিনাম কীর্তন হতে থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা মুসলিমদের মনঃপুত হয়নি। তারা নানাভাবে ডিস্টার্ব করতে থাকে।

এমতাবস্থায়, মির্জাপুর মহাপ্রভু সেবাশ্রমের সদস্যরা আশেপাশের অঞ্চলের হিন্দুদের নিয়ে ২রা ডিসেম্বর বিকালে এক জরুরী সভা ডাকে। তাতে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল। সেবাশ্রমে বিধর্মীদের অত্যাচার। চিরকুটে এই লেখা দেখে এসডিপিও মির্জাচক গ্রামে বুধবার সকালে আসেন এবং গ্রামবাসীদের বলেন, সব মিটমাট হয়ে গেছে, সভা করার কোন দরকার নেই। সেই মতো সেবাশ্রম কমিটির লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খবর দিয়ে সভা বাতিলের কথা জানায়। কিন্তু সব জায়গায় তারা খবর দিতে পারেনি। ফলে বিকেলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বেশ কিছু লোক সভায় যোগ দিতে চলে আসে। আচমকা মুসলিমরা এদেরকে আক্রমণ করে। তাদের মারে বেশ কিছু লোক আহত হয়। পুলিশ এসে শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের উদ্ধার করে। এলাকায় পলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামের এই অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। এই ঘটনা প্রমাণ করলো পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাধিক্য সেখানে হিন্দুদের ধর্মাচারণের অধিকার আর থাকবে না।

আসামের নদী চরে অস্ত্র কারখানার হদিশ, জামাত যোগ পেল পুলিশ

আসামের বিভিন্ন নদীতে থাকা চরগুলি ধীরে ধীরে মুসলিম মৌলবাদীদের ঘাঁটিতে পরিণত হচ্ছে। সেখানে রীতিমতো জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্রচালনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। কারণ গত শনিবার ২৮ শে নভেম্বর রাতে আসামের নলবাড়ি জেলার অন্তর্গত বাগবর এলাকার চরে বোমা কারখানার হদিশ পাওয়া যায়। গোয়েন্দারা রাজ্য পুলিশকে চরএলাকাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলেছেন। পুরো আসাম জুড়ে প্রায় ৩০০০ ছোট বড় চর রয়েছে। গত শনিবার নলবাড়ি জেলার পুলিশ ভেড়গাঁও চরে একটি অস্ত্র কারখানার হদিশ পায়। সেখানে প্রচুর সংখ্যক দেশি বোমা, দেশি বন্দুক এবং বন্দুক তৈরীর যন্ত্রপাতি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ মেহের আলি, মানিক আলি, নরেশ পাল এবং নীরজ কুমার নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মানিক আলিই হল ঐ কারখানার মালিক। বাকি তিনজনকে বিহারের মুঙ্গের থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, আসামের বিভিন্ন চর এলাকাগুলিতে জামাত-উল-মুজাহিদিন যথেষ্ট সক্রিয় এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করে থাকে। এর আগে বর্ধমানের খাগড়াগড় কান্ডে অভিযুক্ত শাহনুর আলম এবং তার স্ত্রীকে আসাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং জেরায় সে চরে প্রশিক্ষণ নেবার কথা স্বীকার করেছিল। এর আগে আসামে একাধিক জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। শিবিরগুলিতে আলকায়দার ট্রেনিং এর ভিডিও, জেহাদি পুস্তিকা, বিভিন্ন বক্তৃতার সিডি ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চর এলাকাগুলি মাদকদ্রব্যের চাষ ও পাচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই মাদক ব্যবসার টাকাই জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকৃত অত্যাচারকারী কারা ?

তপন কুমার ঘোষ

আমি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে কাজ করি। প্রতিদিন হিন্দুরা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসে। অনেক জায়গায় আমি নিজে যাই। তাই এই ঘটনাগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখি। আর নেটে ও পত্র পত্রিকায় হিন্দুত্ববাদীদের কথাগুলো যখন পড়ি, তখন হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। এরা সবাই যা লেখেন, খুবই ভাল মানসিকতা নিয়ে লেখেন। নির্যাতিত নিপীড়িত হিন্দুদের প্রতি সমবেদনা সহানুভূতি নিয়ে লেখেন। কিন্তু একটা বিষয়ে এরা সবাই অত্যন্ত ভুল ও অবাস্তব কথা লেখেন। এর মধ্যে কতটা অজ্ঞানতা, আর কতটা মোহ থেকে লিখছেন আমি জানি না। সেই অবাস্তব কথাটা হচ্ছে- 'বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা এখানকার হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে, এখানকার স্থানীয় মুসলমানরা ততটা করে না'। এর থেকে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। আমি তাদের সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আসুন আমার কাছে। আমি এক একটা ঘটনাস্থলে আপনাদেরকে নিয়ে যাই। আপনারা জানতে পারবেন, নিজ চোখে দেখতে পারবেন-কোন বহিরাগত মুসলমান নয়, নয় কোন বাংলাদেশী মুসলমান। স্থানীয় মুসলমান, কয়েক প্রজন্মের প্রতিবেশী মুসলমানদের অত্যাচারেই আজ গ্রাম বাংলার হিন্দুরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে।

একটা কথা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? গ্রাম থেকে তো মানুষ শহর ও আধা শহরে আসে রোজগারের জন্য, কর্মসংস্থানের জন্য। গ্রামে কি অতিরিক্ত কাজ আছে? না নেই। তাহলে বাংলাদেশী মুসলমানরা এসে গ্রামে কাজ পাবে কোথায়? খাবে কী? তাই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাংলাদেশী মুসলিমরা বেশি এসে বসে না। (নদীর চর এলাকা ব্যতিক্রম) অথচ হিন্দুর উপর মুসলিমের অত্যাচার গ্রামাঞ্চল ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেই বেশি। অনেক বেশি। যেখানে অনুসূচিত জাতির হিন্দুরা আছে সেখানে আরো বেশি। এই অত্যাচারকে আমি খুব কাছ থেকে দেখি। ফলে আমি জানি-কারা অত্যাচার করে। স্থানীয় মুসলমান। কোন বহিরাগত বা বাংলাদেশী মুসলমান নয়।

তাই সকলের কাছে আমার অনুরোধ, বিশ্লেষণ আপনারা করুন। তার আগে দয়া করে তথ্যটা আমার কাছ থেকে নিন। তারপর বিশ্লেষণ সবাই মিলে করুন।

আমার এই বক্তব্য ফেসবুকে পড়ে জনৈক সমীরণ চক্রবর্তী লিখেছেন- ''বেকার, ফালতু, মুসলিম কেন করবে এই কাজ? ইসলাম তো এটা বলে না''। এর উত্তরটা সকলের জন্যই দেওয়া দরকার।

এই রোগেই তো ঘোড়া মরেছে। উনি লিখেছেন- '' ইসসলাম তো এটা বলে না''। ওনার দোষ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষরা ঠিক এই ভুল, এই অন্যায়টাই করেছিলেন। ইসলাম কী বলে, আর কী বলে না- আপনি কি করে জানলেন? আপনি ইসলামের কোন বই-টা পড়েছেন? কোরান ক'পাতা পড়েছেন? হাদিস ক'পাতা পড়েছেন? কোরান কাকে বলে, আর হাদিস কাকে বলে আপনি জানেন? কোরান আর হাদিসের লেখক কে বা কারা আপনি জানেন? কোরান কতগুলি আছে, আর হাদিস কতগুলি আছে আপনি জানেন? কোরানের এক একটা অধ্যায়কে (chapter) কী বলে, উপ-অধ্যায় (sub-chapter) কে কী বলে আপনি জানেন? এক-একটা বাক্যকে (verse/শ্লোক) কী বলে জানেন? আয়াত বলে। কোরানের আয়াত দুই রকমের হয় জানেন? মাক্কী ও মাদনী। মাক্কী মানে কী আর মাদনী মানে কী জানেন? কোরানের দুটি আয়াতের মধ্যে যদি আপাত-বিরোধ দেখা যায়, তাহলে কোনটা অনুসরণ করতে হবে জানেন?

মোমিন, কুফ্র/কুফর, কাফের, শিরক, মুশরিক, বুত, বুত্‌পরস্ত, দ্বীন, মিল্লত, ধিম্মি, জিহাদ, জিহাদ-বিল-মাল, গাজী, মুরতাদ, মুনাফিক, গনিমত, দারুল ইসলাম, দারুল হার্ব, দারুল দাওয়া, ফর্জ, হিজরা, মুহাজির, মুহাজিদ, সাহাবা, সাহাদাত, যাকাত, খুতবা, তাকিয়া -এই শব্দগুলোর অর্থ জানেন কি? এগুলো না জেনেই, কোরান হাদিস এক পাতাও না পড়েই আপনি ইসলাম জেনে গেলেন? ইসলাম কী বলে আর কী বলে না - জেনে গেলেন?

ঠিক এই ভুল শুধু আপনার নয়, আমাদের পূর্বপুরুষরাও করেছেন। তাইতো আমাদের বাংলা ভাগ হয়েছে। কোটি কোটি বাঙালি হিন্দু বাড়ির মহিলাদের সম্ভ্রম, ভিটে মাটি ও সর্বস্ব হারিয়ে রিফিউজি হয়েছেন। চট্টগ্রামের দেশভক্ত অঙ্কের শিক্ষক সূর্য সেন ৯০০০ কিলোমিটার দূরে বসে থাকা মহারানী ভিক্টোরিয়া আমাদের কতবড় শত্রু চিনতে পারলেন। কিন্তু ঘরের পাশের মানুষটিকে (যারা সেইসময় চট্টগ্রাম জেলার জনসংখ্যার আশি শতাংশ) চিনতে পারলেন না। কারণ? কারণ মাস্টারদা কোরান পড়েননি, হাদিস পড়েননি, ইসলামের ইতিহাস পড়েননি, হজরত মহম্মদের জীবনী পড়েননি। তাই তাঁরা রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ব্রিটিশকে তাড়ালেন। দেশকে স্বাধীন করলেন। কিন্তু সেই তথাকপিত স্বাধীন দেশে তাঁর স্বজন ও বংশধররা হলেন সর্বস্ব হারানো রিফিউজি। কারণ? কারণ মাস্টারদা ভিক্টোরিয়াকে চিনেছিলেন, কিন্তু প্রতিবেশিকে চেনেননি। চেনার চেষ্টা করেননি। এর কোন ক্ষমা আছে কি? সেই একই ভুল যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা করে এসেছেন। তাই ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বার বার আমরা শুধু মাটি হারিয়েছি। সে মাটি আর কোনদিন ফিরে পাইনি। সেই ভুলই আজও সমীরণ চক্রবর্তীরা করে চলেছেন। তাই আমাদের এই ভাঙ্গা বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ বিপজ্জনক ভাবে আবার ইসলামীকরনের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। এর অনিবার্য্য পরিণাম- আবার দেশভাগ, আবার পলায়ন, আবার রিফিউজি।

বন্ধু, প্রস্তুত হোন সেই পরিণামের জন্য। অথবা কোরান পড়ুন, হাদিস পড়ুন, ইসলামকে জানুন। সেই ইসলামের আলোকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করুন, যে চেষ্টা আমাদের পূর্বপুরুষরা করেননি। এবার মাটি বাঁচাতে হলে ইসলামকে জানতেই হবে। সেই ইসলামের কিরকম প্রভাব ভারতের উপর পড়েছে তা জানতে হলে আম্বেদকরের লেখা Thoughts On Pakistan বইটি পড়ুন। এই বইটি ''Dr.Babasaheb Ambedkar : Writings And Speeches''-এর Volume-8 এর মধ্যে আছে। এই বইটি মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার দ্বারা প্রকাশিত। কোরান হাদিসের জ্ঞান ও আম্বেদকরের শিক্ষাই বাংলার মাটিকে দ্বিতীয় বিভাজনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

লক্ষী, গণেশ,সরস্বতী মূর্তির পর

কালী প্রতিমা ভাঙ্গা হল হুগলীতে

গত সোমবার ৭ই নভেম্বর ভোর রাতে পুড়শুড়া থানার অন্তর্গত চিলাডাঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়ুয়া গ্রামে রাতের অন্ধকারে ২৬টি কালী প্রতিমা ভাঙ্গল দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে এলাকার মানুষ দিগরুইঘাট ও তারকেশ্বর প্রধান সড়ক অবরোধ করে। ঘটনার খবর পেয়ে পুড়শুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

জানা গিয়েছে, পুড়শুড়ার চিলাডাঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়ুয়া গ্রামের মৃৎশিল্পী নকুল ঘড়া দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাটির প্রতিমা তৈরি করেন। এলাকায় তার বেশ সুনামও থাকায় এবছর তিনি আশপাশের এলাকার ২৭টি প্রতিমা তৈরির বরাত পান। মূর্তি গড়ার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার সমস্ত প্রতিমার মাথা, হাত দুষ্কৃতিরা ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে। এতে ওই মৃৎশিল্পী দিশেহারা হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ মৃৎশিল্পীকে কিছু আর্থিক সাহায্য করে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে দোষীরা আদৌ গ্রেফতার হবে কিনা, এ নিয়ে স্থানীয় মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে। কারণ গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রে এই পুড়শুড়া থানার অন্তর্গত সোদপুর বাজারের একটি দুর্গামণ্ডপে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতীর মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছিল দুষ্কৃতিরা। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। উল্টে সেসময় পুড়শুড়া থানাকে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে, থানার এক অফিসার বলেন, ''প্রতিদ্বন্দ্বী কোন মৃৎশিল্পী এই কাজ করে থাকতে পারে।''

গ্রেফতার ৩ মুসলিম

ব্যারাকপুরে কালী পুজোর মন্ডপে হামলা

ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৮নং ওয়ার্ডের অর্ন্তগত নব যুবক সংঘ ক্লাব। ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছরের মতই এবছরও পুজোর আয়োজন করেছিল। কিন্তু গত ৮ই নভেম্বর রাত্রি ৯টা নাগাদ পাশের মুসলিম অধ্যুষিত নয়াবস্তি থেকে কিছু যুবক মন্ডপে হামলা করে। ক্লাবের কয়েকজন সদস্যকেও মারধর করে তারা। দুষ্কৃতিদের আক্রমণে আহতদের বি এন বোস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই হামলার ঘটনায় মহম্মদ সুরজ, মহম্মদ বরফি, মহম্মদ আজাদকে গ্রেফতার করেছে টিটাগড় থানার পুলিশ।

ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৮নং ওয়ার্ডের গোয়ালপাড়ায় হাজার দুয়েক হিন্দু পরিবারের বাস। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝে মধ্যেই পাশের নয়াবস্তি এলাকার কয়েকজন মদ্যপ যুবক এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এই এলাকার লোকজন সঙ্গে ঝামেলা করার চেষ্টা করে। রবিবার (৮ই নভেম্বর) নয়াবস্তির কয়েকজন যুবক গোয়ালপাড়ার নবযুবক সংঘ ক্লাবের পুজো মন্ডপের সামনে এসে গালিগালাজ ও অভব্য আচরণ করতে থাকে। তখন মন্ডপের সামনে বসে পুজোর হিসাব নিকাশ করছিলেন পুজোকমিটির সদস্য মনীশ শর্মা, রাজু যাদব, আকাশ পালরা। তাঁরা এর প্রতিবাদ করতেই তাদের সঙ্গে মদ্যপ যুবকদের বচসা বাঁধে। তবে তখনকার মতো তা মিটে গেলে তারা চলে যায়। এরপরই রাত দশটা নাগাদ প্রায় ৪০ জন ধারালো অস্ত্র, বোমা নিয়ে

সেখানে আসে। কালীপুজোর মণ্ডপের কাপড় ছিঁড়ে দেয় তারা। আশেপাশের বেশকয়েকটি দোকানেও ভাঙচুর চালানো হয়। একটি দোকান লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। কিন্তু বোমাটি না ফাটায় প্রাণে বাঁচেন ওই দোকানের মালিক। মন্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উপেন্দ্র যাদব, রাজু যাদব, সুরেন যাদব সহ বেশ কয়েকজনকেও মারধোর করা হয়। স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালানোর চেষ্টা করে। দু'জনকে ধরে ফেলে মারধর করা হলেও পরে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাকিরা বোমা ও ইঁট ছুঁড়তে ছুঁড়তে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। তবে এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, পুলিশ সময়মতো এলে দুষ্কৃতিদের ধরা সম্ভব হতো। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। বর্তমানে পুজো মন্ডপে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে স্থানীয় কাউন্সিলার নৌসাদ আলি বলেন, ''এটি একটি ছোট ঘটনা, মেয়েঘটিত ব্যাপার নিয়ে সমস্যা হওয়ার এই ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রশাসন তার কাজ করছে।''

হাওড়ার শ্যামপুরে পাঁচটি কালীপুজোর মন্ডপে হামলা, নামনো হল র‍্যাফ

১২ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার শ্যামপুরের ধ্বজা গ্রামে রাতের অন্ধকারে ৫টি পুজো মণ্ডপ ও ৪টি কালীমূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরেরদিন ১৩ই নভেম্বর সকাল থেকে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে। শ্যামপুরের ধ্বজা খেয়াঘাটের আশপাশে ৫টি ক্লাব পুজোর আয়োজন করেছিল। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে বহিরাগত কয়েকজন দুষ্কৃতি পুজোমণ্ডপে ভাঙচুর চালায়। তারা চারটি মণ্ডপের কালী প্রতিমার হাত ভেঙ্গে পঞ্চম মণ্ডপে ভাঙচুর করার সময় ভোর হয়ে যাওয়ায়, কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাদের দেখে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। প্রাতঃভ্রমণকারীরা জানিয়েছেন, দুষ্কৃতিরা সংখ্যায় চারজন ছিল। কালীমূর্তি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে তারা বিষয়টি গ্রামবাসীদের জানালে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা দোষীদের গ্রেফতারের দাবীতে সোচ্চার হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ পৌঁছায়। গ্রামবাসীরা পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পরে এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। অবস্থা সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। কিন্তু পুলিশ কোনো সংবাদমাধ্যমকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। পরে ঘটনাস্থলে আসেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায়। বিধায়ক স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন। পরে পুলিশি পাহারায় প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

অবশেষে মুক্ত রাজকুমার-যুধিষ্ঠির-জয়দেবরা

অবশেষে ২৯ দিন জেলে থাকার পর হিন্দু সংহতির দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানা অঞ্চলের প্রমুখ কর্মী যুধিষ্ঠির মন্ডল, জয়দেব নাইয়া ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজকুমার সরদার মুক্ত হল। মুসলিম দুষ্কৃতির প্রতিবাদে রানাঘাটে সাধারণ হিন্দুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এঁরা। গত ২৫ শে অক্টোবর উভয় পক্ষের তুমুল সংঘর্ষের সময় পুলিশ তিনজন হিন্দু ও আটজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে। সুয়োমটো কেস দেওয়া হয় তাদের। পরদিন পুলিশ হিন্দু সংহতির তিনজন প্রমুখ কার্যকর্তা যুধিষ্ঠির মন্ডল, রাজকুমার সরদার ও জয়দেব নাইয়াকে বিনা দোষে গ্রেফতার করে। আশ্চর্যজনক ভাবে ভ্যাকেশন কোর্ট থেকে মুসলিম যুবকদের জামিন হলেও হিন্দু সংহতির কর্মীসহ গ্রেফতার হওয়া হিন্দু যুবকেরা জামিন পেল না। পুলিশের গাফিলতিতেই এমন হয়েছে বলে সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ জানান। এরপর নির্ধারিত কোর্টের দিন অর্থাৎ ২৩ শে নভেম্বর হিন্দুরা ডায়মন্ডহারবার কোর্ট থেকে জামিন পেল।

পরের দিন ২৪ শে নভেম্বর হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি সংহতির কর্মীদের বাড়ি পৌঁছে দিতে যান। অঞ্চলে পৌঁছালে গ্রামবাসীরা দলমত নির্বিশেষে স্বতঃফুর্তভাবে জেল ফেরত সংহতি কর্মীদেরকে যেভাবে স্বাগত জানায়, ইতিপূর্বে রাণাঘাটা অঞ্চলে তা দেখা যায়নি। যেন বীর সৈনিক যুদ্ধ জয় করে ঘরে ফিরছে, এমনভাবেই তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গ্রামের মহিলারা শঙ্খধ্বনি করেছেন, স্বামী ঘরে ফিরলে স্ত্রী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁকে বরণ করে নিয়েছে। ছোট্ট মেয়ে ফুল সংগ্রহ করে মালা

গেঁথে রেখেছে বাবার গলায় পরাবে বলে। সংহতি কর্মীদের জয়ধ্বনিতে রাণাঘাটার আকাশে- বাতাস তখন মুখরিত। কে বলবে যে রাণাঘাটায় মাত্র শতকরায় ১২ ভাগ হিন্দুর বাস। রাণাঘাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সমাজ-ধর্ম রক্ষার্থে রাজনীতিকে পিছনে ফেলে দলমত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

মাছের ভেড়িকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত ৩

মূল অভিযুক্ত আলি হোসেন এখনও অধরা

ভেড়ির মাছ চুরি রুখতে গিয়ে মুসলিমদের হাতে মার খেলেন রাখাল বিশ্বাস। এই ঘটনায় রাখাল বিশ্বাসের মাথা ফেটে গিয়েছে। ওনার মাথায় ৫টি সেলাই পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভাঙড়-১ ব্লকের অর্ন্তগত মৌশল গ্রামে।

মৌশল গ্রামটি তাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। এলাকায় প্রচুর মাছের ভেড়ি রয়েছে। এইরকম একটি প্রায় ১০০ বিঘের মাছের ভেড়ি রয়েছে- যার অংশীদারী রয়েছে রামপদ মন্ডল, কেষ্ট মন্ডল ও নিত্যানন্দ মন্ডলের। ঐ ভেড়ি পাহারার দায়িত্বে ছিলেন মৌশল গ্রামের বাসিন্দা রাখাল বিশ্বাস, গুড্ডু মন্ডল ও রাজু দাস। গত ১৪ ই নভেম্বর, শনিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ ভেড়িতে মাছ চুরি করছিল স্থানীয় বাসিন্দা আলি হোসেন ও তার দুই ভাই। রাখাল বিশ্বাস, রাজু বিশ্বাসরা মাছ চুরিতে বাধা দেয়। বাধা পেয়ে আলি হোসেন ও তার ভাই তখনকার মত ওখান থেকে চলে যায়। কিন্তু পরে আলি হোসেন তার দলবল নিয়ে ফিরে আসে এবং ভেড়ি পাহারার দায়িত্বে থাকা রাখাল বিশ্বাস, গুড্ডু মন্ডল ও রাজু দাসকে মারধোর করে। এই ঘটনায় রাখাল বিশ্বাসের মাথা ফেটে যায়। গুড্ডু মন্ডল ও রাজু দাস আহত হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়। তারা আলি হোসেনের বাড়ি ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ এসে একজন হিন্দুকে তুলে নিয়ে যায়। হিন্দুরা দলবদ্ধভাবে থানায় যায় এবং হিন্দুদের চাপে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী মাছ চুরিতে অভিযুক্ত মুসলিম দুষ্কৃতি আলি হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

নাবালিকা নিখোঁজ দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাটে

মামার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল মগরাহাট থানার অন্তর্গত উত্তর মুকুন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা শম্ভু চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে সুমনা চক্রবর্তী (বয়স-১৫ বছর)। সুমনার পিতার সন্দেহ ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা রাজা সেখ (পিতা-জলিল সেখ) তার মেয়েকে অপহরণ করেছে। তার সন্দেহ যে অমূলক নয়, তার কারণ গত ৮ ই নভেম্বর, রবিবার গভীর রাতে রাজা সেখ ও তার কয়েকজন বন্ধু সুমনার বাড়ীতে আসে। কিন্তু বাড়ির সকলে জেগে যাওয়ায় রাজা সেখের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সুমনার পিতা জানিয়েছেন, রাজা সেখ এলাকার একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে কাজ করে এবং সেই সূত্রে বাড়িতে যাতায়াত ছিল। কিন্তু ৮ই নভেম্বর রাত্রের ঐ ঘটনায় শম্ভুবাবু আতঙ্কিত হয়ে মেয়েকে কলকাতার আনন্দপুরে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে সুমনাকে ওখানে পাওয়া যাচ্ছে না। ১৭ই নভেম্বর সুমনার পিতা শম্ভু চক্রবর্তী, রাজা সেখের বিরুদ্ধে আনন্দপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেন যার নম্বর-৩১০/১৫। পুলিশ অভিযুক্ত রাজা সেখের বিরুদ্ধে ৩৬৬এ ধারায় মামলা রুজু করেছে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত রাজা সেখ ও সুমনার কোন হদিশ পাওয়া যায় নি।

মহেশতলার কালীমন্দিরে গরুর হাড়-মাংস ফেলল দুষ্কৃতিরা

মহেশতলা পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের কাছে বিধানগড় চক্রডাঙ্গার এক কালীমন্দিরে গত ২৮ শে নভেম্বর, শনিবার রাতে দুষ্কৃতিরা গরুর হাড় ও মাংস ফেলে দিয়ে যায়। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা দেখা যায়। এলাকাটি সন্তোষপুর স্টেশন ও বটতলার মাঝামাঝি মেটিয়াবুরুজের খুব কাছে। বর্তমান ঐ এলাকাতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। স্থানীয় হিন্দুদের মতে, জায়গাটি আর বসবাসের উপযোগী নেই। পুরো এলাকাটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলিম ও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানে ভরে গিয়েছে। এরাই দিনরাত এলাকায় নানারকম সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। প্রশাসনের চোখের সামনে এইসব ঘটনা ঘটলেও, পুলিশ-প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতে তারা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন। এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় রবীন্দ্রনগর থানায় একটি অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কালীপূজা উদ্বোধনে হিন্দুসংহতির সভাপতি

গত ৯-ই নভেম্বর হাওড়া জেলার সাঁকরাইলের 'সাঁকরাইল শ্যামা সংঘ'-র উদ্যেগে কালীপূজার উদ্বোধন করলেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিশ্বময়ানন্দ (ভবেশ মহারাজ) উদ্বোধনের সময় সংহতির সভাপতি পাশে ছিলেন। লোকাল পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান ও উপপ্রধান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ বছরই সাঁকরাইল শ্যামা সংঘ ৫০ বছরে পদার্পন করলো। অঞ্চলের হিন্দু সংহতির কর্মীরা ক্লাবটির মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সেনা ছাউনিতে হামলা ঃ পাল্টা প্রতিরোধে হত তিন জঙ্গী

গত ২৫ শে নভেম্বর সীমান্ত পেরিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের তাংধর সেক্টরে সেনা ছাউনিতে বিধ্বংসী হামলা চালালো জঙ্গীরা। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা থমকালেও পাল্টা আক্রমণে জঙ্গীদের রুখে দেয় সেনাবাহিনী। টানা সাত ঘন্টা উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। অবশেষে তিনজন জঙ্গীকে খতম করতে সক্ষম হয় জওয়ানেরা। জঙ্গীর গুলিতে এক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন সকাল ৭.৪০ মিনিট নাগাদ তাংধর সেনা ছাউনিতে হামলা চালায় জঙ্গীরা। অত্যাধুনিক প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেভাবে হামলা চালানো হয়েছে তাতে বড় ধরণের নাশকতা ঘটানোর প্ল্যান তাদের ছিল। পাহাড়ের উপর থেকে তারা আক্রমণ চালালে প্রাথমিকভাবে তাদের প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। জঙ্গীদের ছোঁড়া গ্রেনেডে সেনাছাউনির তেলের ডিপোয় আগুন লেগে যায়। ছাউনিতে তখন ৮০ জন সেনা ছিল। তারা দ্রুত ছাউনি থেকে বেড়িয়ে অবস্থান নেয় এবং জঙ্গিদের উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। টানা সাত ঘন্টা লড়াই করার পর দুপুরের দিকে তিনজন জঙ্গিকে খতম করতে সক্ষম হয় সেনারা। পাকিস্তান থেকে আসা কোন জঙ্গী সংগঠনের সদস্য ছিল তারা তা জানা যায়নি। আশেপাশে কোথাও তাদের সঙ্গীরা লুকিয়ে থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা জওয়ানেরা।

সন্দেহের তীর বোকো হারামের দিকে

নাইজেরিয়ায় আত্মঘাতী হামলায় হত ১১

নাইজেরিয়ার কানো প্রদেশে শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় মিছিলে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২১ জন প্রাণ হারিয়েছে। শিয়া মতাদর্শীরা যখন নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গত ২৮ শে নভেম্বর রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল, তখন আচমকা বিস্ফোরণে চারদিক কেঁপে ওঠে।

শিয়া নেতা মহম্মদ ভুরি বলেন, ২১জন এই হামলায় নিহত ও অসংখ্য আহত হয়েছে। নাইজেরিয়া পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে নিহতের সংখ্যা তারা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। এই হামলার দায় স্বীকার কেউ না করলেও সন্দেহের তীর দেশটির উগ্র মৌলবাদী জঙ্গীগোষ্ঠী বোকো হারামের দিকে। সুন্নী ইসলামপন্থী এই গোষ্ঠী এর আগেও শিয়াদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। নাইজেরিয়ার উপাসনালয়, বাস স্টেশন, বাজারের মতো তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল রয়েছে এমন স্থানগুলি লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলা চালায় বোকো হারাম। বোকো হারাম সিরিয়া ও ইরাকের জঙ্গীগোষ্ঠী আইএস-এর সঙ্গে হাতমিলিয়ে কাজ করে বলে জানা গেছে।

ড্রোন হানায় তালিবান শীর্ষ নেতার মৃত্যু

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন ড্রোন হানা অব্যাহত। গত ২৬ শে নভেম্বর মার্কিন ড্রোন হানায় জঙ্গী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবানের এক শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে ওয়াশিংটন সূত্রে জানা গেছে।

আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের দাম্মা অঞ্চলে চারটি মার্কিন ড্রোন হামলা চালালে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের ১২ জন সদস্য নিহত হয়। এদের মধ্যে অন্যতম খালিদ মেহমুদ ওরফে খান সঈদ সজনা সংগঠনের একজন শীর্ষ নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে। সজনা দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানে তালিবানের হয়ে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। তার মৃত্যুতে তেহরিক-ই-তালিবান জঙ্গী সংগঠনটি জোর ধাক্কা খাবে বলেই মার্কিন প্রশাসন মনে করে। যদিও, ড্রোন হামলায় খান সঈদ সজনা-র মৃত্যুর খবর অস্বীকার করেছে পাকিস্তান তালিবানের মুখপাত্র আজিম তারিফ।

বিফ পার্টির প্রতিবাদ

শহরের প্রাণকেন্দ্রে পর্ক পার্টি করলো J A M

কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার চাঁদনী মেট্রো স্টেশনের কাছে পর্ক পার্টি করলো জন অধিকার মঞ্চ (জ্যাম)। মূলত কিছুদিন আগে বিফ পার্টির প্রতিবাদেই যে পর্ক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন, জ্যামের পক্ষ থেকে তা জানানো হয়েছে। শহর ও শহরতলী থেকে আসা জনা পঞ্চাশেক জ্যামের সমর্থক ও পথচলতি বেশ কিছু মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

গত ১৫ই নভেম্বর, রবিবার, দুপুর দেড়টা নাগাদ চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনের ২ নং গেটের কাছে 'জন অধিকার মঞ্চ'-র উদ্যোগে পর্ক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়। সর্বসাধারণের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল পর্ক বিরিয়ানি, পর্ক চাউমিন, পর্ক মাঞ্চুরিয়ান ও চিলি পর্কের মতো লোভনীয় পদ। তবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দেখা মেলেনি এই অনুষ্ঠানে। খাদ্যাভাসের অধিকারের সমর্থনে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা বিফ পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও কবি সুবোধ ঘোষকে পর্ক পার্টিতেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সি পি আই এম সাংসদ মহম্মদ সেলিমকেও। কিন্তু আশ্চর্যজনক-ভাবে তাঁরা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। জন অধিকার মঞ্চ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যদি হিন্দুরা গো-মাংস খাওয়া মানতে পারে, তবে মুসলমানেরা শূকরের মাংস খাওয়া মানতে পারবে না কেন।

জন অধিকার মঞ্চের মুখপাত্র শ্রী প্রসূন মৈত্র জানান, আজকের পর্ক পার্টি ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ মানুষগুলোর মুখোশ খুলে দেবার জন্য। বিকাশবাবুরা মুসলিম তোষণ করতেই বিফপার্টিতে অংশগ্রহণ করেন, অথচ মুসলিম সমাজকে সন্তুষ্ট রাখতে পর্ক পার্টিকে এড়িয়ে যান। পর্ক শুধু সুস্বাদুই নয়, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার। পশ্চিমবঙ্গের বহু দরিদ্র মানুষের খাদ্য তালিকায় প্রাণীজ প্রোটিন হিসাবে প্রায়ই পর্ক থাকে। আসলে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করা এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাজ। এরা শুধু নিলর্জ্জই নয়, সমাজের কাছে অপাংক্তেয়। প্রসূনবাবু এই সমস্ত মানুষগুলোকে কটাক্ষ করে বলেন, যাঁরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে বড়াই করেন, প্রকাশ্যে গো-মাংস খেয়ে অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ করেন কিন্তু শূকরের মাংস খেতে বললেই উল্টোপুরাণ। এ দিনের এই পর্ক ফেস্টিভ্যাল আসলে বামসহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে দেবার প্রচেষ্টা বলে জন অধিকার মঞ্চ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়। প্রসূন মৈত্র-র ডাকে হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য, সহসভাপতি দেবদত্ত মাজী ও কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মসজিদ কমিটির চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল জীবনতলার সাধারণ মানুষ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার পলতা মিলনবাজারের কাছে বছর তিনেক আগে আশ্রম সহ একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হয়। এর কিছুদিন পরে অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা অদূরেই একটি মসজিদ নির্মাণ করে। সেখান থেকে সকাল-সন্ধ্যা আজান দেওয়া হতে থাকে। ইতিমধ্যে মন্দির কমিটি মন্দিরে মাইক বসাতে গেলে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়। মসজিদ কমিটির সম্পাদক মীর মনিরুল ইসলাম বলেন, মন্দিরে কোন মাইক লাগানো যাবে না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিয়ে বচসা হলে পুলিশ আসে এবং মধ্যস্থতার জন্য মন্দির ও মসজিদ কমিটির লোকেদের থানায় ডেকে পাঠায়। থানা থেকে এই মত সিদ্ধান্ত হয় যে মন্দিরে মাইক বসানো হবে এবং দিনে তিনবার সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় মাইক বাজানো যাবে।

মুসলিমরা নিম্‌রাজি হয়ে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে মন্দিরের মাইকে সকাল-সন্ধ্যা ভজন হতে থাকে। গত ২৯ শে নভেম্বর যখন মন্দিরে ভজন হচ্ছিল তখন নিকটবর্তী ঐ মসজিদ থেকে আজান শুরু হয়। ভজন এবং আজান একসাথে চলাতে মসজিদ কমিটির সম্পাদক মীর মনিরুল মাইক সহ মন্দির ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়। সেইমতো ঐ দিন রাতে আশপাশের অঞ্চল থেকে প্রচুর মুসলিম যুবক মিলনবাজারে জড়ো হয়। তাদের হাতে লাঠি, সোড, বাঁশ এমন কি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত ছিল। কিন্তু পলতা মিলন বাজারের হিন্দুরা এতে দমে না গিয়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উভয়পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। হিন্দুর সাহসিকতার কাছে সংখ্যালঘুরা ক্রমে পিছু হটতে শুরু করে। শেষে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। জীবনতলা থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। অধিকরাতে র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা আছে।

ভারতীয় সেনায় পাক গুপ্তচর ঃ আতঙ্কিত গোয়েন্দারা

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর চর ধরা পড়ায় রীতিমত আতঙ্কিত ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ। চরবৃত্তিতে বিএসএফ-এর হেড কনেস্টেবল রশিদ ধরা পড়ার পর বিভিন্ন মহলে সাড়া পড়ে গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রশিদকে চর বৃত্তিতে নামানোর মূল কারিগর তার আত্মীয় কাফাতুল্লা খান ওরফে মাস্টার রাজা। রশিদের পাশাপাশি তাকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যে তারা কী কী তথ্য পাকিস্তানে পাচার করেছে তা নিয়েও ধন্দে গোয়েন্দরা। দিল্লী পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) রবীন্দ্র যাদব বলেন, ধৃত দুইজনকে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদের পরই সব নিশ্চিন্ত করে বলা যাবে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা যায়, কাফাতুল্লা ও রশিদ সম্পর্কে আত্মীয়, আইএসআই-এর মদতে গড়ে ওঠা চর সংস্থা 'পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ'-এর মূল চালক এই মাস্টার রাজা। ২০১৩ সালে সে পাকিস্তানে গিয়েছিল। আইএসআই এজেন্ট মাস্টার রাজার কাজ ছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশন এবং সুরক্ষা বাহিনীর মোতায়েন সম্পর্কে তথ্য পাচার করার শর্তে রাজি হওয়ার পর ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ-এর তির সোর্স তৈরী করতে উঠে পড়ে লাগে সে। এক্ষেত্রে প্রথমেই নজরে পড়ে আব্দুল রশিদের উপর। কারণ রশিদ বিএসএফ-এর গোয়ান্দা বিভাগে কর্মরত ছিল। জম্মুর হেড কোর্য়াটারে পোস্টিং ছিল তার, যেখানে দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য থাকে। আইএসআই- এর কাছ থেকে পাওয়া টাকার একটা মোটা অংশ রশিদের জন্য বরাদ্দ করে দেয় কাফাতুল্লা। আর তাতেই বাজিমাৎ। দেশদ্রোহী রশিদ অর্থের লোভে সৈন্যবাহিনীর অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য পাচার করতে থাকে কাফাতুল্লা তথা আইএসআই- এর হাতে।

আদালতে তোলা হলে দিল্লি পুলিশ বিচারপতির কাছে রশিদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের দাবী করে। কারণ কী তথ্য বাইরে পাচার হয়েছে বা কাকে সেই তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেটা মাস্টার রাজার থেকে রশিদের কাছেই বেশি পাওয়া যাবে বলেই পুলিশ মনে করছে। আরও কেউ চরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আছে কিনা তা জানতে রশিদকে রাজৌরি নিয়ে গিয়ে তল্লাশি চালানোর কথাও আদালতকে জানায় দিল্লীপুলিশ। এরপরই রশিদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আর্জি মঞ্জুর করেন বিচারক।

সুন্নিনেতা আবুবকরের বিস্ফোরক মন্তব্য ঃ ইসলাম মতে নারী-পুরুষ সমান নয়

পুরুষ ও নারী সমান নয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান—এমন মত ইসলাম বিরুদ্ধ। যাঁরা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান অধিকারের দাবী করছেন, আসলে তাঁরা ইসলামিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছেন। এ হেন মন্তব্য কোন ধর্মনিরপেক্ষ বা হিন্দু নেতার নয়, যিনি একথা বলেছেন তিনি একজন সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতা। নাম কান্তপুরুম আবুবকর মুসলিয়ার।

তাঁর এই কথায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশে। গোটা পৃথিবী যখন সভ্যতার চরম সীমায় পৌঁছাতে চাইছে, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে, তখন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে শোনা গেল নারী জাতির প্রতি এই বিদ্বেষমূলক উক্তি। কেরলের কোঝিকোড়ে সুন্নি ছাত্রদের একটি শিবিরে ভাষণ দিতে গিয়ে আবুবকর যে কথা বললেন, তাতে ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ ছাত্র শিবিরে তিনি স্পষ্ট করে জানান, লিঙ্গ সমতা একটি অবাস্তব ধারণা। তাঁর মতে, পুরুষ ও মহিলা কখন সমান হতে পারে না। তাহলে মহিলাদের কাজ কী? তারও জবাব তিনি দিয়েছেন। মহিলাদের কাজ সন্তান উৎপাদন করা, ঘরের কাজ করা, বাচ্চা সামলানো আর পুরুষদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। আবুবকর মুসলিয়ার এই বিস্ফোরক মন্তব্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন মহলে। জনৈক জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক মন্তব্য করেন, আবুবকর যা বলেছেন তা তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা। ইসলাম ধর্মে নারী স্বাধীনতার কথা কোথাও বলা নেই। আজও তাই মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামিক রাষ্ট্র গুলোতে পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হলে নারীকে জ্যান্ত কবর দিয়ে বা পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, বেদ-এ নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তাই হিন্দু সমাজ নারীকে শুধু সম্মান, শ্রদ্ধা করাই নয়, দেবী দুর্গা রূপে পূজাও করে। এতবড় সহিষ্ণুতা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে দেখতে পাওয়া যায় না।

পুলিশের গুলিতে মৃত্যু গরু পাচারকারীর

পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল এক গরুপাচারকারী। গত ২৯ শে নভেম্বর হরিয়ানার থানেসরি অঞ্চলে এমনই ঘটনা ঘটে। আহত হয়েছে এক সঙ্গী। হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, থানেসার শহরে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক গরুপাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম আবিদ। সে যমুনানগরের বাসিন্দা। তার সঙ্গী আসরাফ পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, গরু পাচারের খবর পেয়ে পুলিশ সবজি মান্ডিতে এসে পৌঁছায়। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে দেখে আবিদ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই আবিদের মৃত্যু হয়। আহত হয় তার সঙ্গী আসরাফ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইসলামী বোমার হুমকি ও কর্তব্য

পবিত্র রায়

ইদানীং পাকিস্তান মস্তিস্ক বিকৃতের মতন আচরণ শুরু করেছে। কথায় কথায় পরমানু বোমার হুমকি দেখাচ্ছে। সরতাজ আজিজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে যে, তারা পরমাণু শক্তিধর- পরমাণু অস্ত্র বা বোমা দিয়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় সেটা তারা ভালভাবে জানে। মায়ানমারের অভ্যন্তরে জঙ্গলে যখন ভারতীয় সেনা উগ্রপন্থী দমন অভিযান চালাল-তখন আগ বাড়িয়ে পাকিস্তান প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে ভারত যেন পাকিস্তানকে মায়ানমার না ভাবে, পাকিস্তান পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্নদেশ। এইরূপ কথা শুনে মস্তিস্কের তোলপাড় হওয়া স্বাভাবিক। শত্রু বিনাশে ভারত সফল অভিযান চালিয়েছে মায়ানমারের জঙ্গলে ভারত বিরোধী জঙ্গীদের শায়েস্তা করার জন্য। কারণ হল অব্যবহিত পূর্বেই এই জঙ্গীরা ভারতীয় সেনা ট্রাকে হামলা করে বহু সেনা জওয়ানের প্রাণনাশ করেছিল। ব্যাপারটি সীমিত থাকা দরকার মায়ানমার- উদারপন্থী ও ভারতের মধ্যে। পাকিস্তান আগ বাড়িয়ে নাক গলাতে গেল কেন? পাকিস্তান কি উক্ত উগ্রপন্থী দলের মদতদাতা? না কি নিজের দেশে ঐরূপ সংগঠন তৈরী করে ভারতে নাশকতা চালানোর জন্য বারবার জঙ্গী চালান করছে এবং তার জন্য ভারতের প্রো-অ্যাভি নীতির ভয়ে পরমাণু হামলার হুমকি দেখাচ্ছে?

এই পরই প্রশ্ন ওঠে পরমাণু বোমার কি এমন কারিগরী বিদ্যা পাকিস্তান আবিষ্কার করল যে পরমাণু বোমা দ্বারা আত্মরক্ষা করা যায়? প্রথম পারমাণু বোমার জনক আমেরিকা নিজেও এখনো ঐরূপ দাবি করেনি। পারমাণবিক জ্বালানী, চিকিৎসার জন্ম হয়েছে-একথা সত্য। কিন্তু পারমাণবিক বোমার দ্বারা নিজের দেশ রক্ষা করার কথা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে কেন পাকিস্তান? পারমাণবিক বোমা দ্বারা শুধুই ধ্বংস করা যায়। তা হলে কি পাকিস্তান পরমাণু বোমা মেরে ভারতকে ধ্বংস করে নিজেকে রক্ষার কথা বলতে চাইছে? ভারত পরমাণু বোমা, পরমাণু বোমা বলে চিৎকার করে না বলে পাকিস্তান যেন না ভাবে ভারত কমজোরী। এ.কিউ.খানের চৌর্যবৃত্তির পরমাণু প্রযুক্তি পাওয়ার কথা আগেই ভারত ১৯৭৪ সালে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রমাণ দিয়েছে তারা পরমাণু শক্তিসম্পন্ন। পাকিস্তানের হাতে শুধুই ইউরেনিয়াম বোমা আছে। ভারত কিন্তু ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ও হাইড্রোজেন পরমাণু প্রযুক্তির মালিক। তার সাথে আছে লেসার শক্তিতে বিশ্বের প্রথম সারির একজন। দু'একটি ইউরেনিয়াম বোমা ফেলে ভারতকে ক্ষতি করা যেতে পারে - ধ্বংস করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান কি দু'চারটি প্লুটোনিয়াম বোমার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখে? মনে রাখা দরকার বেশী শক্তির আস্ফালন দেখানোর ফল পাকিস্তানের পক্ষে অস্তিত্বহীনতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। আরও একটা কথা হল পাকিস্তান তার পরমাণু বোমা নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করতে কতটা পারদর্শী-সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভারতের শক্তিশালী লেসার ও ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা উপেক্ষা করে পাকিস্তান কতটা আগ্রাসী হতে পারবে, সেটা বিচার সাপেক্ষ। ইসরাইলী প্রযুক্তির অ্যাওয়াক্স রেডারও পাকিস্তানের বড় প্রতিবন্ধক। আশা করা যায়, ভারতের ক্ষমতা সম্পর্কে সামান্য হলেও পাকিস্তান ওয়াকিবহল। প্রশ্ন ওঠে সব কিছু জানা সত্ত্বেও পাকিস্তান কেন এমন করছে?

আসল কথা হল, পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। বিধর্মী মুশরিকদের সাথে বসবাস করবে না বলে খুনোখুনির মাধ্যমে ভারত ভেঙে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। আলাদা রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পরও ওদের হিংসা কমেনি-বরং বেড়েছে। ১৯৪৮, ৬৫ এবং ৭১ সালের যুদ্ধগুলি ছাড়াও কার্গিল ও সিয়াচেন নিয়েও যুদ্ধ হয়েছে। সিয়াচেন ও কার্গিল কান্ডটিও পাকিস্তানের ঘটানো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওরা ভারতের তথা হিন্দুদের বিনাশ চায়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাজার বছরের যুদ্ধ ঘোষণা ও না খেয়েও পরমাণু শক্তির অধিকারী হওয়ার ঘোষণায় স্পটতই বুঝা যায় হিন্দু এবং হিন্দুস্থান সম্পর্কে পাকিস্তান কতটা আগ্রাসী। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মানস চিন্তার ফসল পাকিস্তানের পরমাণু বোমা-যার আসল নাম হল 'ইসলামিক বোমা।' পাকিস্তানের পরমাণু বোমার জন্য ভারতবাসীর ভয় পাওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। ভয় হল 'ইসলামিক বোমা' নিয়ে। ভারতের অভ্যন্তরে ইসলামী বোমার বহু তেজস্ক্রিয় পরমাণু আমাদের সেক্যুলার রাজনীতিক ও কলমচিগণের সহায়তায় পাকিস্তান দৃঢ়ভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এই পমাণুগুলোর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেশ ও জাতির কতটা ক্ষতি করতে পারে তার আগাম বার্তা জানিয়ে দিয়েছে হায়দরাবাদের ওয়াইসে মিঞা।

ভয় হচ্ছে অপরিণত ও উন্মাদসম পাকিস্তানের রাজনীতিক এবং বিশিষ্ট মানুষদের মতিগতি দেখে। ঘাউরি, শাহিন- হাতফদের উচ্ছ্বাস মোটেই শান্তির বাতাবরণ বানানোর সহায়ক নয়। ভারতের দিকে তাক করে রাখা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কি আমাদের সাথে পাকিস্তানের সৌহার্দ্যের প্রতীক হতে পারে? উন্মাদের হাতে তরবারি থাকলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের যেরূপ অবস্থা হয়, পাকিস্তানের হাতে পরমাণু অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সভ্য মানবসমাজের একই অবস্থা হয়েছে। উন্মাদ যেমন ধারালো তরবারির ক্ষমতা বোঝেনা- পাকিস্তান ও বোঝেনা পরমাণু অস্ত্রের অপরিসীম গুরুত্বের কথা।পাকিস্তান হয়ত ভাবছে পাড়ার মস্তানের হাতের দেশী 'পেটো' ও পরমাণু বোমা এক জিনিস।

'পেটো' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অনেক সময় বহু মস্তানের মৃত্যুও হয়ে থাকে। বার বার পরমাণু নাড়াচাড়া করতে করতে দু'একটি মুসলিম উগ্রপন্থীদের হাতে পৌঁছালে মস্তানের মৃত্যুর মত পাকিস্তানের মৃত্যু হলে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকবে না।

ভারতীয় হিসাবে পাকিস্তানের পরমাণু আক্রমণের ভয় থাকলেও ভারত সরকার-ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আশ্বস্ত থাকা যেতে পারে। তবে আগাম সতর্কতা হিসেবে ইসলামী বোমার তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলিকে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর আগেই ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার। মনে রাখা দরকার অতি জাতীয়তাবাদ যেমন ভয়ংকর, তার চাইতে বেশী ভয়ংকর অতি ধর্মনিরপেক্ষতা। অতি নিরপেক্ষতাই কারো কারো স্বপক্ষীয় হয়ে পড়ে এবং অতি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। পাকিস্তান যদি সত্যিই আক্রমণ করে, তাহলে এই অতি নিরপেক্ষবাদীরাই পাকিস্তান ছেড়ে ভারতকে কাঠগড়ায় তুলবে।

পরিশেষে জানাতে চাই, পাকিস্তান কি সত্যিই যুদ্ধ চাইছে? যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হবে বলে খেলা করার চাইতে একবার সত্যিকারের যুদ্ধ হওয়াই বোধ হয় ভাল। ধ্বংস না হলে কিছু গড়ে ওঠে না। জানি যুদ্ধ হলে ভারতমাতার অঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরবে। ঝরুক। সারা পৃথিবীতে মৌলবাদী মুসলিম সরবরাহকারী ও বিশ্বের সামনে হুমকি হয়ে ওঠা পাকিস্তানকে ভালভাবে 'যুদ্ধশখ' মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আমাদের ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা ব্যয় তাতে অনেকটাই কমবে। সারা পৃথিবীও ইসলামী বোমার হাত থেকে বাঁচবে-স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। হ্যাঁ, ওদের মৌলবাদের ধ্বংস করে প্রস্তর যুগে প্রেরণ করলে সারা পৃথিবী দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাবে। পাকিস্তানের প্রস্তর যুগের সভ্যতাই উচিৎ প্রাপ্য।

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ চেতন ভগত

এরা কারা?

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া খুবই শক্তিশালী একটি মাধ্যম। ভারতীয় জনজীবন, সমাজ, জনগণের মতামত এবং ভারতীয় রাজনীতিকে এরা বিশালভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়াও কিছু সমাজকর্মী, মানবিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী রয়েছেন তারাও ভারতীয় জনজীবনে কোনো বিষয়ে একটি ধারণা ও মতামত তৈরী করে থাকেন। বেশি ভনিতা না করেই বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে এরা সকলেই আর পাঁচজন সাধারণ ভারতবাসীর মত নন। এদের কাজ বা চিন্তাভাবনাতে ভারতের কোনো ভালো জিনিস আসে না। এরা এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা নিজেদেরকে উদারপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী বলে থাকেন। এরা এদের আলোচনাতে জাতীয়বাদীদেরকে (যারা হিন্দু ধর্ম ও এই দেশকে ভালবাসেন, যারা বিদেশের থেকে নিজের দেশের কথা বেশি চিন্তা করেন) 'চাড্ডিওয়ালা', 'মৌলবাদী', 'ভক্ত' ইত্যাদি অসম্মানসূচক নামে উল্লেখ করে থাকেন। এই শ্রেণীর মানুষদের চোখে এদের পোশাকও ঘৃণার বস্তু কারণ তা যথেষ্ট 'ফ্যাশনেবল' নয়।

যাই হোক, এদেরকে যদি আপনি চিনতে চান তবে আপনাকে এদের সম্বন্ধে জানতে হবে যে এরা কারা। এদের চেনার সহজ উপায় হলো যে, যদি আপনি দেখেন যে কয়েকজন ব্যক্তি টেবিল-এর চারপাশে বসে স্টাইলিশ চিনেমাটির কাপে চা পান করছেন আর সারা বিশ্বের আলোচনা করছেন, সব বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক করছেন, তবে বুঝতে হবে যে এরাই হলো সেই ধর্মনিরপেক্ষ, উদারপন্থী মানবতাবাদী। আমাদের দেশে এই উদারপন্থীরা এমন এক শ্রেণীর লোক যাদের কোনো ধারনাই নেই নিজের দেশ সম্বন্ধে। এদের কাছে কোনো সমস্যারই কোনো সমাধান নেই, সেই কারণে এদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলা যায় না যে এরা কোন পক্ষের। এরা কিন্তু ভেঁড়ার পালের মত কাজ করে থাকে; যদিও এরা নিজেদেরকে মুক্তচিন্তার মানুষ বলে দাবি করে থাকেন। এখন আমার প্রশ্ন 'এরা কারা?'

এরা এমন এক শ্রেণীর লোক যারা তাদের সমবয়সীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বড় হয়েছে। এই সুবিধা শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে নয়;- এরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-এ পড়াশুনো করেছে, বিদেশী সংস্কৃতির আবহে বড় হয়েছে, সারা বিশ্বের খবর রেখেছে শুধু নিজের দেশ ছাড়া। যেমন- এরা যখন শিশু ছিল, তখন এরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-এ পড়ত, অন্যদিকে একটি সাধারণ পরিবারের শিশু সরকারী স্কুল-এ পড়তে গেল, ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের শিশুটি টিফিনে হয়ত 'হটডগ' নিয়ে গেল, আর সাধারণ পরিবারের শিশুটি 'হটডগ'- এর নামই কখনো শোনেনি। প্রথম ছেলেটি হয়ত ছুটিতে Disneyland-এ ঘুরতে গেল, আর ওই ছেলেটি হয়ত মামার বাড়ি যাবার কথা ভাবছে। এই ভাবে এই সমস্ত শিশুরা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগসুবিধা পেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এদের চলাফেরা সমাজের উঁচুস্তরে, এরা ঝরঝরে ইংরেজি বলতে পারে এবং এরা সহজেই অভিজাত সমাজে মিশে যেতে পারে। ভালো চাকরি, ভালো বেতনের কারণে এরা সমাজে উঁচু স্থান লাভ করে। এরা এদের সমগোত্রদের সহজে খুঁজে নেয় এবং একটি নিজস্ব জগৎ তৈরী করে নিজেদের তার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। নিজেকে অপরদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্যে, অন্য সাধারণ ভারতবাসীর পছন্দের জিনিসগুলোকে এরা ঘৃণা করতে শুরু করে। যেমন বলা যেতে পারে-মাতৃভাষায় কথা বলা এরা একদম পছন্দ করেন না, কারণ এটা নীচু শ্রেণীর পরিচয় বহন করে। কেউ যদি বাংলা বা বিহারী টানে ইংরেজি ভাষাতে কথা বলেন, সে নিশ্চয়ই এদের ব্যঙ্গের শিকার হবেন। এরা মনে করে যে 'হিন্দুধর্ম' হল বস্তাপচা মান্ধাতা আমলের একটি ধারণা -যা সমাজের অশিক্ষিত মানুষেরা মেনে চলে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম এদের চোখে খুব 'ফ্যাশনেবেল'।

কিন্তু আমার ভারতের অবস্থা এরকম ছিল না। একটা সময় ছিল যখন ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতি করেছিল। প্রতিভার দাম ছিল এবং সুবিধাভোগীদের গুরুত্ব কম ছিল। মেধা ও প্রতিভার ভিত্তিতে লোক চাকরি পেত, যদিও বিশ্বের সঙ্গে তাদের পরিচিতি কম ছিল। তাছাড়া, ঐ মেধাবী ও প্রতিভাধর মানুষেরা তাদের পূর্বপুরুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ফলে ভারতে এক বিশাল শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল যারা নিজের দেশ নিয়ে গর্ব অনুভব করত। আর তাদের কারণে ভারত বিশ্বে একটি সম্মানজনক জায়গা লাভ করেছিল। আর যখনই জাতীয়বাদীরা সম্মানজনক জায়গা লাভ করেন, তখনই সুবিধাবাদী উদারপন্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আর তার ফলে নিজেদেরকে 'উদারপন্থী' নামে পরিচয় দিতে শুরু করেন। এছাড়াও এরা মাঝে মাঝে নিজেদেরকে 'সহিষ্ণু' বলে থাকেন। এরা দাবি করেন যে কেবলমাত্র এরাই ভারতবর্ষকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে রক্ষা করবে। এরা 'হিন্দু তালিবান'-এর বিরুদ্ধে কথা বলতে এক মিনিটও সময় নষ্ট করেন না। কিন্তু এই উদারপন্থীরা আবার ইসলামিক মৌলবাদীদের বেলাতে চুপ করে থাকেন। এরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন, কিন্তু ইসলামিক মৌলবাদীদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনা। এরা একজনকে পিটিয়ে মারার ঘটনাতে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' দেখতে পান, কিন্তু ইসলামিক জঙ্গীরা সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারলেও এরা বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের কোন ধর্ম হয় না। এরা একজনকে পিটিয়ে মারার ঘটনাতে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' দেখতে পান, কিন্তু ইসলামিক জঙ্গিরা সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারলেও এরা বলেন 'সন্ত্রাসবাদীর কোনো ধর্ম হয় না'। ঠিক এই কারণে এদের ভন্ডামি ধরা পড়ে যায়।

তাই ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য নতুন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের প্রয়োজন-যারা কোদালকে কোদাল বলেতে দ্বিধা করবে না। যারা শুধু নেতিবাচক দিক দেখবে না, ইতিবাচক দিকটিও

শেষাংশ ৭ পাতায়

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

রংপুরে তিনশবছরের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরের জায়গা দখল

প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাদী নাওডাঙ্গা জমিদারবাড়ির শ্রীশ্রী শিব মন্দিরের জায়গা দখল করেছে মুসলিম দুষ্কৃতিরা। গ্রামটি রংপুর জেলার অন্তর্গত। বাধা দিতে গেলে নারীপুরুষ নির্বিচারে সবাইকে মারধর করে মুসলিম দুষ্কৃতিরা। প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। স্থানীয় হিন্দুরা জানিয়েছে, দুষ্কৃতিরা সকলেই ক্ষমতাসীন আওয়ানী লিগের ছত্রছায়ায় রয়েছে। তাই প্রশাসন দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

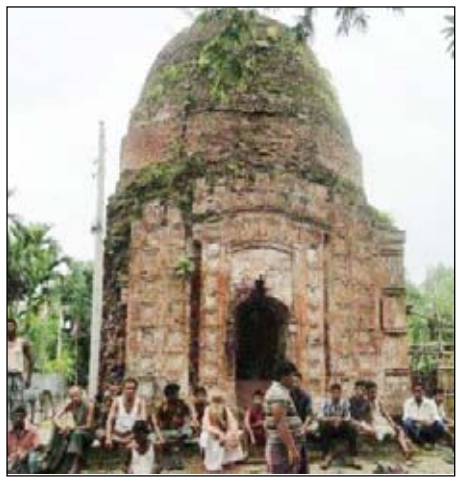

দুষ্কৃতকারীরা ভগ্নপ্রায় শিবমন্দিরের জমি দখল করে মন্দিরের আশেপাশে কয়েকটি ঝুপড়িবাড়ি তৈরী করে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। তাদেরকে মন্দিরের জমি ছেড়ে চলে যেতে বললে তার উল্টে হুমকি দেয় যে, মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে বাদবাকি জমিও তারা দখল করে নেবে। তারপর থেকেই জমি দখল আটকাতে হিন্দুরা পালা করে করে মন্দির পাহারা দিচ্ছে। অন্যদিকে দুষ্কৃতিরা প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে যে, তারা যেন শিবমন্দির ছেড়ে বাড়িতে ঢুকে থাকে। কিন্তু হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে জানিয়েছেন।

কালীপুজো করার অপরাধে এক মুসলিম দম্পতিকে গ্রেফতার করা হল ঠাকুরগাঁও-এ

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে গত ১১ই নভেম্বর ঠাকুরগাঁও-এর পুলিশ এক মুসলিম দম্পতি -সুলেইমান (৬১বছর) এবং তাঁর স্ত্রী নূরজাহানকে (৪৫) গ্রেফতার করল। পুলিশ জানিয়েছে, সুলেইমান পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী। সে তার বাড়িতে মা কালীর প্রতিমা স্থাপন করে পুজো করছিল। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য সে সাদা কাপড় দিয়ে বাড়ির একটি অংশ ঘিরে ফেলে। কিন্তু এই ঘটনা জানাজানি হতেই প্রতিবেশি মুসলিমরা সুলেইমানের বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ এসে দম্পতিকে গ্রেফতার করে। জেরায় নূরজাহান জানায়, ''আমাদের কোন সন্তান নেই এবং আমরা খুবই গরীব। কয়েকদিন

আগে আমি স্বপ্নাদেশ পাই; যদি আমি কালীপুজো করি, তবে আমার সন্তান হবে''।

ঠাকুরগাঁও সদর পুলিশ স্টেশনের আধিকারিক মশিউর রেহমান বলেন, ''একজন ব্যক্তি কখনও দুটি ধর্ম পালন করতে পারে না। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য এদের গ্রেফতার করা হয়েছে।''

সাভারে কালীমন্দিরে ভাঙচুর ও লুটপাঠ চালাল দুষ্কৃতিরা

গত ৬ই নভেম্বর, শুক্রবার রাত্রে বাংলাদেশের সাভারে একদল দুষ্কৃতি স্থানীয় উত্তরপাড়া কালীমন্দিরে ভাঙচুর চালায়। দুষ্কৃতিরা কালীমা-র গায়ে থাকা প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়নাগুলিও লুট করে নিয়ে যায়। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় সাভার মডেল থানাতে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত্রে স্থানীয় দুষ্কৃতি রাঝি ও তার কয়েকজন সঙ্গী মদ্যপ অবস্থায় মন্দির আক্রমণ করে, উপস্থিত কয়েকজন তাদের বাধা দিতে গেলে তাদেরকে ব্যাপক মারধোর করে দুষ্কৃতিরা। ভাঙচুর, লুটপাট চালালোর পর দুষ্কৃতিরা দ্রুত ঐ স্থান ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার আগে মন্দিরের কালিমা-র গা থেকে সমস্ত সোনার গহনা খুলে নিয়ে যায়। মন্দিরে বর্তমানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

হিন্দু নেতার উপর হামলা চালাল দুষ্কৃতিরা

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের জেলা সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনের উপর হামলা চালানো সে দেশের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় দুষ্কৃতিরা। দুষ্কৃতিরা চপার দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে তাঁকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অলোকবাবুকে প্রথমে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতে তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, অলোক সেন ফরিদপুরের বাড়িতে ছিলেন। বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ দুই যুবক তাঁকে বাড়িতে গিয়ে ডাকে। এ সময় অলোক সেন বাড়ির বাইরে এলে ওই দুই যুবক আচমকাই তাঁর উপর হামলা চালায়। দুষ্কৃতিরা তাঁর দুই হাত ও পায়ে চপার দিয়ে কোপ মারে। তিনি চিৎকার করলে তাঁর স্ত্রী বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে আসেন। দুষ্কৃতিরা তখন পালিয়ে যায়। অলোকবাবুর সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। দ্রুত তাঁকে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহত অলোকবাবুর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত, তিনি এখনও শঙ্কামুক্ত নন বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন। ঘটনার পর পুলিশ নিজে থেকেই একটি কেস করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদদের খুঁজে বার করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে অলোকবাবুর পরিবারকে। তবে দুষ্কৃতিরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে আসায় অলোকবাবু তাদের কাউকে চিনতে পারেন নি। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বিভিন্ন মঞ্চ থেকে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

বাউফলে সংখ্যালঘু পরিবারের ৪ জন মহিলা ছুরিকাঘাতে আহত

একই পরিবারের চারজন মহিলা মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রহৃত হয় এবং দুষ্কৃতিরা সবাইকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ ই নভেম্বর বাংলাদেশের পটুয়াখালির বাউফল উপজেলার সলিমুল্লাহ স্কুল ও কলেজের কাছেই। চারজনের মধ্যে গুরুতর আহত চারুবালা ও মলিনা বর্তমানে বাউফল উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। এছাড়া অন্য দুজন - সাথী ও প্রিয়াঙ্কাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাউফল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারী দেবতোষ সূত্রধর তার অভিযোগে জানিয়েছেন, দেবতোষবাবু ও তার প্রতিবেশি মুজিবর খাঁ-এর মধ্যে একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ। গত ১৫ ই নভেম্বর, সকাল আটটা নাগাদ মুজিবর খাঁ লোকজন নিয়ে দেবতোষবাবুর জমিতে আসে এবং জমির বেড়া ভাঙতে শুরু করেন। দেবতোষবাবুর স্ত্রী চারুবালাদেবী বাধা দিতে গেলে মুজিবর ও তার লোকজন চারুবালাদেবীকে ব্যাপক মারধোর করে। তখন দেবতোষবাবুর তিন মেয়ে প্রিয়াঙ্কা, সাথী ও মলিনা, - তারা চারুবালাদেবীকে বাঁচাতে এলে তাদেরও ব্যাপক মারধর করে মুজিবররা। বাউফল উপজেলার পুলিশ সুপার এ.জে.এম. মাসুদুজ্জামান জানান, ''মুজিবরের বিরুদ্ধে এর আগেও অনেক অভিযোগ রয়েছে। আমরা অভিযোগ গ্রহণ করেছি এবং তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

জগদ্ধাত্রী মূর্তি ভাঙ্গা হল সাতক্ষীরাতে

মুসলিম দুষ্কৃতিরা জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ভাঙল সাতক্ষীরাতে। গত ১৬ই নভেম্বর, প্রায় রাত্রি ৯টার সময় ঘটনাটি ঘটে সদর উপজেলার ফিংড়ি মন্দিরে। পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হালদার বলেন, ''প্রতিমা নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কারিগর প্রতিমা তৈরী করে বাড়ি চলে যাওয়ার পর দুষ্কৃতিরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, দুষ্কৃতিরা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার দুটি হাত ভেঙ্গে দেয়। এই ঘটনা নজরে আসার পর তা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানো হয়। সদর থানার পুলিশ অফিসার এমদাদুল হক সেখ বলেন, ''ঘটনা জানার পর এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। পূজা কমিটিকে থানায় অভিযোগ জানাতে বলা হয় হয়েছে। পুলিশ অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত গত কয়েকবছর ধরে ক্রমাগত অত্যাচার চলেছে প্রতাপনগর, সদর উপজেলার বাবুলিয়া, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর প্রভৃতি অঞ্চলে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ঘটে যাওয়া এইসব ঘটনায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

হিন্দু সংহতি-র বস্ত্রদান

প্রতিবছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এবারেও সপ্তমীর দিন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত নকুরাইট এবং বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলী বাজার এবং ৩নং সোনাখালি গ্রামে সর্বসাধারণকে বস্ত্র বিতরণ করেন। মহিলাদের শাড়ি, পুরুষদের জামাপ্যান্ট, যুবতী শাড়ি ও চুড়িদার এবং বিভিন্ন বয়সীদের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্য বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও কালীপূজা উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার মৌলপোতাতে সব বয়সের মহিলা-পুরুষদেরকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন সময় তাঁর সঙ্গে সংহতির সহ-সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজিত মাইতি উপস্থিত ছিলেন। তারই কিছু আলোকচিত্র স্বদেশ সংহতির পাতায়।

৬ পাতার শেষাংশ

এরা কারা ?

দেখবে; যারা শুধুমাত্র সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না;সমস্যা সমাধানের পথও দেখাবে। তারা এমন কিছু লিখবে যাতে ভারতীয় সমাজের ছবি ফুটে উঠবে, যা ভারতবাসীর মনকে আঘাত করবে না এবং তাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী হতে গেলে শুধুমাত্র কংগ্রেস বনাম বিজেপি-র লড়াইতে আটকে থাকলে চলবে না, ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলির দিকে তাকাতে হবে; সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার Uniform Civil Code চালু করার দাবি করতে হবে।

আর সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষকে বুঝতে হবে যে এইসব ভন্ড বুদ্ধিজীবী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমাদের ভালো কিছু পাওয়ার নেই। আশা করাও বৃথা। রাজনীতিকদের ওপরও কিছু আশা করা উচিত নয়, কারণ তারা নিজেদের গদি বাঁচাতে করতে পারেনা এমন কিছু নেই। যদি সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজে. সচেতনতা আনতে পারে, তবেই রাজনীতিকরাও সেই মত চলতে বাধ্য হবে। আর আপনি যদি ধর্মনিরপেক্ষ, উদারপন্থী বা বুদ্ধিজীবী হওয়ার কথা ভাবছেন, তবে অবশ্যই আপনাকে বাস্তববাদী, সমাধানমুখী এবং মুক্তমনা হতে হবে (সুন্দর চিনেমাটির কাপে চা পান করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন, সেটা আপনার মর্জি)। [অনুবাদ ঃ অমিত মালী]

"টিটাগড়ে হিন্দু সংহতির ২৬/১১ স্মরণ"

২৬ শে নভেম্বর, ২০০৮, পাকিস্তানি জঙ্গী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ১০ জন জঙ্গীর আক্রমণে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বাই। সিএসটি রেল স্টেশন থেকে তাজ হোটেল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল আতঙ্ক। জঙ্গীদের ছোঁড়া গুলিতে প্রায় দুশো সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ২৮ জন ছিল বিদেশী। প্রায় ৭২ ঘন্টা লড়াই করে জঙ্গীদের খতম করে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা। মুক্ত হয় মুম্বইনগরী। তারপর দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেছে, কিন্তু সেদিনের স্মৃতি যেন আজও তাজা হয়ে আছে ভারতবাসীর মনে।

উত্তর ২৪ পরগণার টিটাগড়ের ব্রহ্মস্থানে স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের উদ্যোগে ২৬/১১-র একটি স্মরণসভা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহসভাপতি শ্রী সমীর গুহরায় ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী সৌরভ শাসমল। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ভারতের মানচিত্রে মোমবাতি জ্বালিয়ে ও জঙ্গীহানায় নিহত মহারাষ্ট্র এ টি এস প্রধান হেমন্ত কারকারে, মেজর সন্দীপ উন্নিকৃষ্ণণ,

মুম্বাইয়ের অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার অশোক কামাত এবং সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয় সালাসকারের প্রতিকৃতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। ব্রহ্মস্থান অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা বেশিরভাগই হিন্দীভাষী। সহসভাপতি সমীর গুহরায় হিন্দীতে বলতে গিয়ে ২৬/১১-র গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন সীমান্তের ওপারের জঙ্গিদের চেয়ে এপারের জঙ্গীরা আরও ভয়ঙ্কর। যারা ভারতে থাকছে, খাচ্ছে আর পাকিস্তানের হয়ে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের থেকে সাবধান হতে হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এমন দেশদ্রোহীতে ভরে গেছে, এদের হাত থেকে দেশ বাঁচাতে হলে শক্ত প্রতিরোধ, প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে আত্মবলিদান দেওয়ার কথাও তিনি বলেন।

সৌরভ তার বক্তব্যে বলেন, বারবার কেন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের নামই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। সারা বিশ্ব আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছে। আমাদেরও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সবাইকে আজ এগিয়ে আসতে হবে দেশের মাটি রক্ষা করার জন্য। পথ চলতি বহু মানুষ হিন্দুসংহতির এই কার্যক্রম দেখতে পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলার পর একমাত্র হিন্দু সংহতি-ই কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্রতিবাদ সভা করেছিল। সেখানে জঙ্গীদের মদতদাতা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগও পোড়ানো হয়েছিল।

এদিনও সভার শেষ পর্বে রাজপথের মাঝে পাকিস্তানি জঙ্গীসংগঠনের নেতা হাফিজ সঈদের কুশপুতুল ও আই এস-এর পতাকা পোড়ানো হয়। বন্দেমাতরম্, ভারতমাতা কী জয় ধ্বনি দিয়ে সংহতির কর্মীরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ার শপথ গ্রহণ করে। হিন্দু সংহতির টিটাগড় শাখার কর্মী বান্টি ও দীপকের তত্ত্বাবধানে সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

শতাধিক মসজিদ বন্ধের সিদ্ধান্ত ফ্রান্স সরকারের

ইসলামিক জঙ্গীগোষ্ঠী আইএস-এর হামলার পর নড়েচড়ে বসল পশ্চিমী দুনিয়া। ইউরোপ-কানাডাসহ অনেকগুলি দেশে ইসলামিক সন্ত্রাসের পিছনে তাদের উপাসনালয়গুলির মদত আছে বলে ঘোষণা করেছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে বিধ্বংসী জঙ্গীহানার পর বহু মানুষ হতাহত হয়। এই পরিস্থিতিতে সে দেশে জরুরী অবস্থা জারী করে। জরুরী অবস্থার অধীনে ফ্রান্সে ১৬০টি মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে দেশের সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নার্ড কাজেনুভ জানান, যে জরুরী অবস্থায় গত দুই সপ্তাহে তিনটি মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সে এই প্রথম কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রার্থণালয়ের বিরুদ্ধে এ ধরণের ব্যবস্থা নিল।

কাজেনুভ জানান, বুধবার (৩ রা ডিসেম্বর) পূর্ব প্যারিসের একটি চরমপন্থী মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে জিহাদী কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেদেশের পুলিশ। প্যারিসে গত ১৩ই নভেম্বরে সন্ত্রাসী হামলার পর ফরাসী নিরাপত্তা বাহিনী এখন পর্যন্ত ২২৩৫ টি অভিযান পরিচালনা করেছে এবং ২৩২ জনকে আটক করেছে। ৩৩৪ টি অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে এই সময়ে।

ফ্রান্সের মসজিদের ইমাম নিয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত হাসান আল আলাওউই বুধবার আল জাজিরা টি.ভি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় আমাদের যে যথাযথ লাইসেন্স না থাকায় ১০০ থেকে ১৬০ টি মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হবে'। এসব মসজিদ ঘৃণা ছড়ায় বলেও অভিযোগ তার। ফ্রান্সে ২৬০০ টি মসজিদ রয়েছে বলে জানান আলাওউই। ইউরোপে জার্মানির পর সবচেয়ে বেশি মুসলিম বাস করে ফ্রান্সে। দেশটিতে প্রায় ৫০ লাখ মুসলমান রয়েছে যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ।

হিন্দু সংহতি-র সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ তাঁর তৃতীয় আমেরিকা সফর থেকে ফিরে আসার পর সংহতির কমিটি থেকে বিশেষ মিটিং ডেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

মালদার কালিয়াচক থেকে ১৮ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার

গত ২৪ শে নভেম্বর মঙ্গলবার মালদার সীমান্তবর্তী এলাকা কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর থেকে ১৮ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করলো বিএসএফ ও এনআইএ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) গোয়েন্দারা।

বিএসএফ- এর কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের দিক দিয়ে জালনোট পাচার করা হবে। সেই মতো বাংলাদেশ সীমান্তের বৈষ্ণবনগর থানায় দৌলতপুর এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়। মঙ্গলবার বিএসএফের ২০ নং ব্যাটেলিয়ান টহল দেওয়ার সময় দেখে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কয়েকজন কয়েকটি ব্যাগ ভারতের দিকে ছুঁড়ে দিতে। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। জওয়ানরা তাদের তাড়া করলে ব্যাগ ফেলে তারা পালায়। এরপর ব্যাগ খুলে জওয়ানরা দেখেন তাতে টাকা ভর্তি। ব্যাগগুলিতে মোট ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকার জাল নোট ছিল। উদ্ধার হওয়া নোটগুলির মধ্যে ৮৯৯ টি হাজার টাকা এবং ৬০০ টি পাঁচাশো টাকার নোট ছিল। নোটগুলি বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে এনআইএ-এর গোয়েন্দারা ঐ দিনেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার জাল নোটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তির নাম সাহারুল সেখ (৩৩)। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে এনআইএ-র গোয়েন্দারা সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়ে সাহারুলের বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করে। ২৪ তারিখে তাকে মালদা আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আমির খান-এর মন্তব্য দেশদ্রোহীর মতো

সারা দেশে যখন অসহিষ্ণুতা নিয়ে কেজো রাজনীতি চলছে তখন বলিউড অভিনেতা আমির খানের বিতর্কিত মন্তব্য দেশবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এদেশে বড় হয়েছেন আমির। চলচ্চিত্র জগতে নাম করে লক্ষ লক্ষ মানুষের নয়নের মণি সে। তাঁর এ হেন মন্তব্য ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী। কেউ কেউ আমিরকে দেশদ্রোহী বলতেও কসুর করেননি।

আমির দিল্লীর একটি অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কিরণ নাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত। তাঁকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথাও বলেছে। এরপরই আমিরের মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের ঝড় ওঠে দেশে। বলিউডেরই বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, গায়ক অভিজিৎ সরাসরি আমিরের সমালোচনায় মুখর হন। অসহিষ্ণুতার প্রশ্নে মুখ খুলে আমির 'দেশকে অপমান' করেছেন, এই অভিযোগে দিল্লির অশোকনগর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক উল্লাসনাথ। প্রখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনও আমিরের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশি অসহিষ্ণুতা রয়েছে। সে দিক থেকে অভিনেতা আমির খান ও তার পরিবারের কাছে ভারত অনেক বেশি নিরাপদ স্থান। নিজের সিনেমায় হিন্দু ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য পেশের পরও তাকে কোন বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়নি। পক্ষান্তরে ফরাসি সংবাদপত্র নবীর কার্টুন চিত্র এঁকে নবীর সমর্থকদের হাত থেকে রেহাই পাননি। জনৈক শিল্পী আমিরকে ব্যঙ্গ করে বলেন, আমির যখন ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তখন উনি বরং সিরিয়ায় চলে যান। ওখানে স্ত্রী পুত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে সুখে থাকতে পারবেন।

ফেসবুকে হত্যার হুমকি কেরলের মহিলা সাংবাদিককে

ছোটবেলায় মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে সেখানকার শিক্ষকদের হাতে যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে সহপাঠীদের। যৌন হেনস্তার হাত থেকে সে নিজেও রেহাই পায়নি। এমনই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেছেন কেরলের কঝিকোড়ের জামাত-ই ইসলামিক মহিলা সাংবাদিক ভি পি রোজিনা। কিন্তু এই সত্য ভাষণকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষরা। 'রোজিনা ইসলামের অপমান করেছে' এই অপরাধে অনলাইনে চূড়ান্ত আক্রমণ করা হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত ইনবক্সে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার রোজিনার ব্যক্তিগত জীবন নষ্ট করে দেওয়ার সঙ্গে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকিও দিচ্ছে। এমন অবস্থায় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সাংবাদিক অত্যন্ত অসহায় বোধ করছেন।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686